দৈনিক বাংলা ১৫
তারিখ 30 APR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

নয়া ডাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত

বিলম্বে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ডাকসু) এবং হল সংসদগুলো বাতিল করে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ডাকসু এবং হল সংসদগুলোর শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সাত বছর আগে। নব্বইর জুন মাসে। এর মাঝে ছটি শিক্ষা বছরের অধিক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বদলে গেছে অনেক কিছু। ছাত্র বা ছাত্র নেতাদের অবস্থান বা পরিচিতিও পরিবর্তিত। অনেকেই জীবনের ভিন্নতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এরপরও কেন্দ্রীয় এবং হল সংসদ নেতৃত্বে তাদের বহাল থাকা অনেক জটিলতার জন্ম দিয়েছে। কায়েমী স্বার্থের পোষকতা এবং সন্ত্রাসসহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্যে অনেকেই এ অব্যবস্থাকে দায়ী করেন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের দাবীও বেশ দীর্ঘ দিনের। বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে এ সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

বঙ্গবন্ধু হলে একজন ছাত্রের হত্যাকান্ড নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় আরোকিত এবং গৃহীত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডাকসু ও হল সংসদ বাতিল এবং নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিন্ডিকেটের দিক থেকে অনুরূপ কিছু একটা সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। ছাত্র সংসদের নেতা জাতীয় সংসদের সদস্য বা মন্ত্রী নিযুক্ত হলে ছাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তন এড়িয়ে গেলে অনিয়ম এবং কায়েমী স্বার্থের পথই প্রশস্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই ঘটেছে বলেই অনেকের অনেক দিনের অভিযোগ। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের যেটুকু বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে তাতেও এ অভিযোগের সমর্থন রয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাই বিলম্বের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না।

তদন্তের মূল বিষয় বঙ্গবন্ধু হলে সংঘটিত হত্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সন্ত্রাস সম্পর্কেও এই প্রতিবেদনে স্পষ্ট অভিমত তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য ছাত্রদলের বারোজন নেতা ও কর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সিন্ডিকেটে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। হত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মত জঘন্য অপরাধের বিচার অবশ্যই আদালতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। তবে এই বিচার যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এ দিকটির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। এই বিচারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এবং নির্ভরযোগ্যতা ফিরে পাওয়ার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও এদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় জীবনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব অসীম। কোন ব্যক্তি বা দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এই প্রতিষ্ঠান তার কার্যকরিতা ও মর্যাদা হারাবে, সন্ত্রাসীদের লাগামছাড়া আচরণে কষাইখানা হিসাবে চিহ্নিত হবে, এমনটা কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। বিভ্রান্ত তরুণদের সুস্থতার পথে ফিরিয়ে আনার জন্যেও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য। সকল সন্ত্রাসীর দমন এবং সকল অপরাধীর উপযুক্ত দন্ডবিধান এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এই প্রথম পদক্ষেপের দৃঢ়তাই প্রমাণ করবে শিক্ষার সুবাতাস ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা। আমরা তাই আশা করবো, সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন ধরনের শৈথিল্য কোথাও প্রশ্রয় পাবে না। ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক ফিরিয়ে আনা একান্ত জরুরী।